যুগান্তর

তারিখ 14 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

কাপাসিয়ায় ছাত্রকে পিটিয়ে জখম করলেন শিক্ষক

কাপাসিয়া প্রতিনিধি

উপজেলার ভাওয়াল চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর এক ছাত্রকে মঙ্গলবার স্কুল মাঠে পিটিয়ে জখম করল বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক। পরে ওই ছাত্রকে গুরুতর আহত অবস্থায় কাপাসিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। তার শরীরে প্রায় ২২টি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে হাসপাতাল ও পরিবার সূত্রে জানা যায়। জানা যায়, ছুটি শেষে মিথুনসহ কয়েকজন ছাত্র মিলে মাঠে খেলা করছিল। ওই সময় মাঠের কোনায় কেউ একজন গাছের পাতায় জ্বালিয়ে আগুন পোহাচ্ছিল। হঠাৎ বিদ্যালয়ের ধর্ম শিক্ষক মো. সাইখুল ইসলাম লাঠি নিয়ে এসে ছাত্রদের তাড়া করেন। এ সময় অন্য ছাত্ররা দৌড়ে পালিয়ে গেলেও মিথুনকে ধরে বেদম লাঠিপেটা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে মিথুন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চিৎকার করতে থাকলেও পাষণ্ড শিক্ষক আরও বেপরোয়া হয়ে আঘাত করতে থাকেন। পরে তাকে মাঠে ফেলে দিয়ে চলে যান। অন্য ছাত্রদের কাছ থেকে খবর পেয়ে মিথুনের ভাই প্রসেনজিৎ রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করান। এ ঘটনায় এলাকার সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ও অভিভাবকদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. মোস্তফা কামাল বলেন, ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন এবং অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান। স্কুলের সভাপতি মিজানুর রহমান বলেন, ঘটনা জানার পর রাতেই আহত ছাত্রকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। মিথুনের মা দিপালী সরকার জানান, আমার ছেলেকে ওই শিক্ষক বিনা কারণে মারধর করেছে। আমি তার সুষ্ঠু বিচার দাবি জানাই। তিনি আরও অভিযোগ করেন স্কুলের পরিচালনা সভাপতি মিজানুর রহমান মাস্টার ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছেন। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আবুল কালাম আজাদ জানান, তিনি ঘটনাটি শুনেছেন এবং তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেয়া হবে। অভিযুক্ত শিক্ষক সাইখুল ইসলাম গা ঢাকা দিয়েছেন। কাপাসিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আবাসিক চিকিৎসক হাবিবুর রহমান জানান, আহত ছাত্রটি ভর্তির পর শরীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে।